ধান

ধানের চাষ

জমি তৈরি : ধানের চারা রোপণের জন্য জমি কাদাময় করে উত্তমরূপে তৈরি করতে হবে। এ জন্য জমিতে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে মাটি একটু নরম হলে ১০সেন্টিমিটার গভীর ১৫- করে সোজাসুজি ও আড়াআড়িভাবে চারপাঁচটি চাষ ও মই দিতে হবে যেন মাটি থকথকে- কাদাময় হয়। প্রথম চাষের পর অন্তত সাত দিন জমিতে পানি আটকে রাখা প্রয়োজন। এর ফলে জমির আগাছা, খড় ইত্যাদি পচনের ফলে গাছের খাদ্য বিশেষ করে অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন জমিতে বৃদ্ধি পায়।

চারা রোপণ : বীজতলা থেকে ৩০দি ৩৫-ন বয়সের চারা সাবধানে তুলে এনে সারি করে রোপণ করতে হবে। এ মওসুমে সারি থেকে সারি ২০২০-১৫সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারা ২৫- সেন্টিমিটার দূরত্বে লাগাতে হবে। জমির উর্বরতা ও জাতের কুশি ছাড়ানোর ওপর ভিত্তি করে এ দূরত্ব কম বা বেশি হতে পারে। প্রতি গোছায় দু তিনটি-সুস্থ ও সবল চারা ২সেন্টিমিটার ৫.৩-৫. রোপণ গভীরে রোপণ করতে হবে। খুব গভীরে চারা করা ঠিক নয়। এতে কুশি গজাতে দেরি হয়। কুশি ও ছড়া কম হয়। কম গভীরে রোপণ করলে তাড়াতাড়ি কুশি গজায়, কুশি ও ছড়া বেশি হয় ও ফলন বাড়ে। তাই কম গভীরে চারা রোপণের জন্য রোপণের সময় জমিতে ১ ২৫. সেন্টিমিটারের মতো ছিপছিপে পানি রাখা ভালো। কাদাময় অবস্থায় রোপণের গভীরতা ঠিক রাখার সুবিধা হয়। রোপণের পর জমির এক কোনায় কিছু বাড়তি চারা রেখে দিতে হয়। এতে রোপণের ১০দিন পরে যেসব জায়গায় চারা মরে যায় সেখানে বাড়তি চারা থেকে ১৫- শূন্যস্থান পূরণ করা যায়।

সেচব্যবস্থা : গাছের প্রয়োজনমাফিক সেচ দিলে সেচের পানির পূর্ণ ব্যবহার হয়। বোরো ধানের জমিতে সব সময় পানি ধরে রাখতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। বোরো মওসুমে সাধারণত ধানের সারা জীবনকালে মোট ১২০ সেন্টিমিটার পানির প্রয়োজন। তবে কাইচ থোড় আসার সময় থেকে ধানের দুধ হওয়া পর্যন্ত পানির চাহিদা দ্বিগুণ হয়। এ সময় জমিতে দাঁড়ানো পানি রাখতে হয়। কারণ থোড় ও ফুল অবস্থায় মাটিতে রস না থাকলে ফলন কমে যায়।

ধান কাটার ১০ দিন আগে জমির পানি বের করে দিতে হবে। ১২-